২৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ-২০০১

(একবিংশ শতাব্দীর ঘোষণা)

মোঃ মাসুদুল হক

২০০০ সাল প্রায় শেষ হওয়ার পথে এসেও আমরা আমাদের দেশ থেকে ক্ষুদ্রা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, পরিবেশ দূষণ- এসব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এ সমস্যার মূল কারণ আমি মনে করি আমাদের সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাব। তবে, এ অভাবগুলোকে কাটিয়ে ওঠা যায় যদি সকলে মিলে চেষ্টা করা হয়। সমস্যা যেহেতু সকলের সমাধানও নির্ভর করবে সকলের প্রচেষ্টার উপর।

সরকার ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণাটি একটি লক্ষ্যস্থল। এখন সেই লক্ষ্যে পৌছতে সবাইকে কাজ করতে হবে। কার্যকর পদক্ষেপের জন্য একটি শক্ত উদ্যোগ নিতে হবে। যেহেতু স্কুলের সংখ্যা সীমিত সেহেতু বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে অবস্থিত কাছারি ঘরগুলোকে (বৈঠকখানা) এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় যা বাস্তবায়িত একটি মডেল প্রকল্পের আলোকে উপস্থাপন করা হল।

গত মার্চ ৯ম মাসে চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত সাতবাড়িয়া গ্রামে গণশিক্ষার একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। এ গ্রামটির পূর্ব পাড়ার অধিকাংশ লোক একেবারেই অশিক্ষিত, অধিকাংশ রিকশাচালক ও দিনমজুর। তারা সবাই মিলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। কিন্তু নামাজ পড়তে লোকজন সেখানে কমই যায়। আমি তাদেরকে মসজিদে নামাজ পড়ার পর সকাল ৮টা থেকে ১২টা মসজিদের মধ্যেই বাংলা লেখাপড়া করার জন্য বলি। তারা আপত্তি জানায় যে, বাংলা বইতে নানা ছবি আছে বিধায় মসজিদে তারা বাংলা পড়াতে রাজি নয়। কিছুদিন পর পুনরায় তাদেরকে লেখাপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় যে, মসজিদে বাংলা লেখাপড়া করাতে তারা রাজি নয়, তবে দক্ষিণ পাড়ার একজন তার কাছারি ঘরে বাংলা লেখাপড়া শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে সম্মত হন এবং তার ছেলের বউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত করতেও রাজি হন।

এ প্রস্তাবটি আমার কাছে খুবই ভাল মনে হওয়ায় অতি সত্বর ব্যবস্থা করার জন্য তাকে বলি। এর এক মাস পর তিনি জানান যে, তা কাছারি ঘরে ৪০/৪২ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন লেখাপড়া করে এবং তিনি এতে অত্যধিক আনন্দিত। তিনি আরো বলেন যে, এ সমস্ত ছেলেমেয়ের পিতামাতা কোনদিনও স্কুলে যায়নি, তবে তাদের সন্তানদেরকে খুব কাছেই লেখাপড়ার এ ধরনের একটা সুযোগ করে দেয়ার জন্য তারাও খুব আনন্দিত। একইভাবে ঐ গ্রামে আরো দুটি কাছারি ঘরভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই সেখানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে। তাই, যে পাড়ার ছেলেরা স্কুলে যায় না বা যে পাড়া থেকে স্কুল দূরে অবস্থিত অথবা যে গ্রামে স্কুল নেই, সে গ্রামের প্রতিটি কাছারি ঘরকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি করা সম্ভব হলে অচিরেই দেশ হতে নিরক্ষরতা দূর করা সহজ হবে।

উদ্দেশ্য হবে দুটি ঃ

ক) একটি শিশু শিক্ষা

খ) অপরটি বয়স্ক শিক্ষা

সকালে শিশু শিক্ষার ক্লাস ও বিকেলে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস নিতে হবে।

শিশু শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয় পড়ানো যেতে পারেঃ

- আদব-কায়দা ও সামাজিক নিয়মকানুন
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- রাস্তাঘাটে চলাচলের নিয়ম
- প্রাথমিক শিক্ষা

বয়স্ক শিক্ষা-নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পড়ানো যেতে পারে ঃ

- সামাজিক রীতিনীতি ও রাস্তাঘাটে চলাচলের নিয়ম
- প্রাথমিক শিক্ষা
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- আয় বৃদ্ধি সম্পর্কিত উৎপাদনশীল নানা প্রকল্প

একজন মানুষকে পরিবর্তনের জন্য সেই মানুষটির অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করাই প্রাথমিক কর্তব্য। এই আগ্রহ যিনি সৃষ্টি করতে পারবেন তিনিই অন্ধকার থেকে আলোতে মানুষকে নিয়ে আসতে পারবেন। এখানে প্রথম কাজ হবে গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্তত প্রাথমিকভাবে দুই একজনের মধ্যে হলেও আগ্রহের সৃষ্টি করা। এই উদ্যোগের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে কাছারি ঘর ও শিক্ষক নির্ধারণ। প্রথমে যে বাড়িতে কাছারি ঘর আছে সে বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তির সাথে আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। যদি কাছারি ঘরটি অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত না হয় তবে ঐ ঘরটি লেখাপড়া করানোর জন্য নিতে আগ্রহী হোন এবং কমপক্ষে নবম/দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করা কোন মহিলা বা মেয়েকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করুন। পুরুষের চেয়ে মহিলা শিক্ষকরা এই কাজে অনেক বেশি উপযোগী হবেন। সে জন্য প্রাথমিকভাবে মহিলা শিক্ষিকা নির্বাচন করাই উত্তম হবে। মহিলা শিক্ষক না পাওয়া গেলে অবশ্য পুরুষ শিক্ষকও নেয়া যেতে পারে। এর পর আশপাশের বাড়ির যারা আদৌ স্কুলে যায় না অথবা যাদের বয়স তিনের অধিক তাদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে ক্লাস আরম্ভ করতে কোন নির্দিষ্ট তারিখ হতে ঐ কাছারি ঘরে আসতে বলুন। কাছারি ঘরে বসার কোন ব্যবস্থা না থাকলে বাচ্চারা তাদের নিজের ঘর থেকে ছোট ছোট মাদুর নিয়ে এসে প্রাথমিকভাবে ক্লাস আরম্ভ করতে পারে। ধীরে ধীরে ক্লাসে আসতে অভ্যস্ত হবে এবং তাদের পিতামাতাকে কেবলমাত্র সম্ভব হলে ৩/৪ মাস পর বই কেনার জন্য বলা যেতে পারে। এ সময়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০-এর বেশি হলে বসার জন্য মাদুর কিনে দেয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র উদ্বুদ্ধকরণসহ উদ্যোগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সকলের সাথে আলাপ-আলোচনাপূর্বক একটু সমন্বয় করা প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য যে, এসব ক্লাসে কোন প্রকার শাস্তি বা বেতের ব্যবহার করা উচিত হবে না।

প্রতিদিন সকাল বেলা প্রাথমিকভাবে ২ ঘন্টা করে ক্লাস আরম্ভ করলে পরবর্তীতে প্রয়োজনে বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। এখানেই বিকেলে আবার বয়স্ক নারী-পুরুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সার, উন্নত বীজ ও তরিতরকারি উৎপাদনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিটি গ্রামে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হলে এর ব্যবস্থাপনা গ্রামভিত্তিক করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে থানা পর্যায়ের কর্মকর্তার আওতায় নিয়ে আসা যায়।

আপনি যদি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হন, তবে আপনার নিজ গ্রামটিকেও এভাবে নিরক্ষরতামুক্ত করতে পারেন। এতে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। আর আপনিও হবেন তাদের নিকট সম্মানিত। যদি বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ১টি করে কাছারি ঘর গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হয় তবে ৬৮ হাজার অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল সৃষ্টি করা যায়। আর একটি গ্রামের ৩টি কাছারি ঘরে ১০০ জন করে ছাত্রছাত্রী পড়ানো সম্ভব হলে ৬৮ লাখ ছাত্রছাত্রীকে অক্ষরজ্ঞান দেয়া যায়। বস্তুত বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৮৫,৬৫০। এক তথ্যে জানা যায় যে, বর্তমানে ৫,৬৯৩টি গ্রামে আদৌ কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। যদি এ গ্রামগুলোতেও কাছারি ঘরভিত্তিক গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তা হলেও দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিরাট সহায়ক হবে।

৩ থেকে ৭ বছরের যেসব বাচ্চার পক্ষে আদৌ যাওয়া সম্ভব হয় না তাদেরকেও এ স্কুলে নেয়া আর একবার স্কুলে গিয়ে অভ্যস্ত হলে এবং কি জ্ঞান আহরণ করলে এদের মধ্যে আর স্কুল থাকবে না, ফলে স্কুল ড্রপ-আউটের সংখ্যাও যাবে। আবার বয়স্ক নারী- পুরুষদেরকেও এ কে আওতায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এতে খুব অর্থের প্রয়োজন হবে না। স্থানীয় আগ্রহ, উদ্যোগ উৎসাহ ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্যটি বাস্তবায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অশি ব্যক্তি স্বনির্ভর হয় না। স্বনির্ভর ব্যক্তি স্বনির্ভর স সৃষ্টি করতে পারে। স্বনির্ভর সমাজ স্বনির্ভর দেশ গ পারে। আর এর প্রধান মাধ্যম হবে শিক্ষা ও সুস্থ আবার এগুলো আয়ত্তে আনার জন্য প্রতিটি মানু প্রয়োজন লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা ও এর যথ বাস্তবায়ন।

২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করতে হলে কাছারি ঘরভিত্তিক গণশি প্রকল্পের মাধ্যমে এখন থেকে উদ্যোগ নিলে সরক এ ঘোষণা বাস্তবায়ন করা কঠিন কাজ হবে না।

আশা করি গ্রাম থেকে শহরে আগত শি ব্যক্তিগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও গ্রামীণ শিক্ষিত নেতৃ বিষয়টি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন।

এ লক্ষ্যে একটি প্রাক্কলন সংযোজিত হ

ভূমিকা ঃ প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্র ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলো করতে হবে; কিন্তু চালু হওয়ার পরে আনুষঙ্গিক খরচপত্রের প্রয়োজন হবে, যা সংগ্রহ করা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে সুবিধা হবে। প্রতি স্কুলে গণশিক্ষা কেন্দ্রের জন্য একজন কো-অর্ডি নিয়োগ করা যেতে পারে; যিনি বয়স্ক শিক্ষার ব্য করবেন ও থানা শিক্ষা অফিসারসহ অন্যান্যের যোগাযোগ রাখবেন। কো-অর্ডিনেটরের ম

ক্রমিক সংখ্যা	প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও অন্যান্য
ক	মেঝের মাদুর
খ	রেজিস্টার খাতাপত্র কলম ই
গ	ব্লাকবোর্ড, চক, ডাস্টার ইত্য
ঘ	শিক্ষকের সম্মানী/ভাতা

১নং প্রকল্প ঃ গ্রামভিত্তিক মডেল প্রকল্প।

একটি গ্রাম যদি খুবই বড় হয় এবং সম্পূর্ণ আওতায় আনা যায় তবে খরচ হবে নিম্নরূপ ঃ

১টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বাৎসরিক খরচ

৪টি ,, ,, ,,

২নং প্রকল্প ঃ থানাভিত্তিক মডেল প্রকল্প

মনে করি একটি থানাতে ২০০ থেকে ৩০ সেখানে এ ধরনের কাছারি ঘরভিত্তিক অপ্রা অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুলের বার্ষিক খরচ হবে ৭০০০ তাহলে ১টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বাৎসরিক

,, ১০ ,, ,,

,, ৫০ ,, ,,

,, ১০০ ,, ,,

সম্মানী/ভাতা হবে ১০ টাকা হবে।

কাছারি ঘরভি বছরের খরচ

৩নং প্রকল্প

বর্তমা বিদ্যাল নির

ব্যারি ত্যদিনের মতে ট্রাফিক পুলিশের দালালরা চাঁদা তোলার সময় এ

ঢাকাগামী ট্রাকটিতে সি থামিয়ে ট্রাকের পাদানিতে দাঁড়ি নিয়োজিত এক দালাল ট্রাক চা চাঁদা দাবি করে। চালক অস্বীকৃ এ সময় চাঁদাবাজ দালাল ট্রাকে ধরে টানাটানি করে। এতে ক্ষু সড়কে ট্রাকটি রেখে দেয় আড় এ সময় দু'পাশে যানবাহন আট

আধঘন্টা পরে আটকে পড়া যাত্রী, চালক ও স্থানীয় পরিব বৃন্দের অনুরোধে ট্রাক চালক তুলে নেয়

নেত্রকোনায় চাষের লক্ষ্য অর্জিত হয়

নেত্রকোনা থেকে সংব নেত্রকোনা জেলায় এ বছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ সূত্রে এ বছর জেলার ১০টি থানায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫শ' ৪৮ হেক্টর। এর মধ্যে হয়েছে মাত্র ৮ হাজার ২শ' অপরদিকে গত বছর জেলা জমির পরিমাণ ছিল ১২ হাজ হেক্টর। গত বছরের তুলনায় এ হাজার হেক্টর জমিতে পাটের হয়েছে।

এক সময় দেশের সিং উৎপাদন করা হতো নেত্রকো সিংহ ও তার আশপাশের অঞ্চ কিন্তু দিন দিন পাটের চাহিদা পাটের বাজারে মন্দাভাব দেখ এ অঞ্চলের কৃষকরা পাট হারিয়ে ফেলে।

নরসিংদী পৌর বাজেট ঘো

নরসিংদী, ১৯শে জুলা সংবাদদাতা)।- গত ১২ই নরসিংদী পৌর মিলনায়তনে পৌরসভার চেয়ারম্যান আল মতিন সরকার আনুষ্ঠানিকভ কোন কর বৃদ্ধি না করে ১৯ অর্থবছরের ৬ কোটি ৯৪ লা ৩শ' ৯২ টাকার বাজেট ঘোষণ

পৌরসভার চেয়ারম্যান সরকার ঘোষিত নরসিংদী রূপসী নগর গড়ে তোলার